# ফেডারেশন বার্তা

“নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন”-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of “All India Federation of Bengali Buddhists”)

বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৭ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ এপ্রিল : ২০২২/২৫৬৫—বুদ্ধাব্দ


## আমাদের কথা

### যুদ্ধ ও প্রাসঙ্গীকতা

আমরা সকলেই জানি যে মানব মনের প্রবৃত্তি সমূহ বহুল এবং বিচিত্রমুখী। তাহা এতটাই বৈচিত্রময় যে কোনমতেই তাহাকে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে সরলীকরণ করা সম্ভব কারণ তাহা মনুষ্য প্রজাতির ন্যায় বহু এবং ভিন্নগামী নয়। সেই কারণেই ব্যঘ্র, সিংহ, মৃগ, বানর, অথবা পক্ষীকূলের মধ্যে অতি সহজেই এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করা যায়। মনুষ্যের ক্ষেত্রে তাহা কোনমতেই সম্ভব নহে। সেই কারণেই মনুষ্যভেদে চিন্তা ভাবনার এত তারতম্য। ধরাযাক পুষ্পের সৌন্দর্যের অনুভূতির কথা। সেই সৌন্দর্যে সকল মানুষই মুগ্ধ হয়। কিন্তু সেই মুগ্ধতার প্রতিফলন মনুষ্যভেদে ভিন্নতর ভাবে হয়। কেহ সেই পুষ্পকে স্ব-মহিমায় দেখিতেই পছন্দ করেন এবং তাহাকে বৃক্ষ হইতে ছিন্ন না করিয়া বৃক্ষেই রাখিয়া দেন, কেহবা তাহাকে গৃহ সজ্জার উপকরণ হিসাবে দেখিতে পছন্দ করেন, আবার কেহ তাহাকে ঈশ্বরের নিকট অর্ঘ হিসাবে অর্পন করিতে ভালোবাসেন। অপর কেহ নারীর সৌন্দর্যের উপকরণ হিসাবে আবার কেহবা হস্ত মধ্যে রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহা মলিন করিতে ভালোবাসেন। অন্যের বাগানে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজ দেখিয়া তাহা চুরি করিতে অনেকেরই ইচ্ছা করে। সেই ইচ্ছার বাস্তবায়নে যে চুরির দোষ লাগেনা তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকেই তৎপর হন আবার কেউ কেউ হনওনা। কাজেই কোন এক ব্যক্তির মানসিকতা কিরূপ হইবে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে তাহার শিক্ষা ও তাহার বাড়িয়া উঠিবার পরিবেশের উপর।

এইরূপ জান্তব প্রবৃত্তি সকল মনুষ্যের মধ্যেই সুপ্তভাবে অবস্থান করে। আমাদের শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা তাহা আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। জান্তব প্রবৃত্তি গুলিকে প্রশমিত করিয়া রাখিবার এই যে প্রচেষ্টা ইহাকেই সভ্যতার নিদর্শন বলা হয়। সেই প্রচেষ্টায় যে বা যাহারা অধিকতর সফল তাহারাই অধিকতর সভ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে জান্তব প্রবৃত্তি গুলিকে বশীভূত রাখিবার প্রচেষ্টা যে সর্বদাই ফলপ্রসু হইবে তাহা নহে। তাহা হইলেতো দেশে মন্দ কার্য লোপ পাইয়া এই দেশ সোনার দেশে পরিণত হইত। বীরভূমের বগটুই গ্রামের মতো খুন বা পাল্টা খুনের ঘটনা কখনোই ঘটিতনা। এই ঘটনাক্রমের সহিত জড়িত মনুষ্যদিগের মধ্যে জান্তব প্রবৃত্তি সম্পন্ন মনুষ্যের সংখ্যাধিক্যই যে এইরূপ ঘটনা সংঘটনের নেপথ্যে রহিয়াছে ইহাতে দ্বিমত নাই। ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে ভাদু শেখকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহার বদলা লইতেই পাঁচ জনকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কে বা

*দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন*

**আসন্ন ২৫৬৬’তম পবিত্র ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ উপলক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।**

## ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াশ’ বিধ্বস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ

All India Federation of Bengali Buddhists এবং দমদম ক্যান্টনমেন্টস্থ “বেণুবন বৌদ্ধ সংঘ”-এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ২১শে নভেম্বর ২০২১ সুন্দরবন এলাকার গোসাবা অঞ্চলের সাতটি স্কুলের সর্বমোট ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি Gosaba R. R. Govt. Sponsored Institution-এর সভাকক্ষে সংগঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা তাঁর প্রতিনিধি, গোসাবা ব্লক-এর বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রতিনিধি এবং ফেডারেশন তথা বেণুবন বৌদ্ধ সংঘের কর্মকর্তারা পুস্তক বিতরণের পূর্বে আয়োজিত সভায় এই উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। নবম এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০২১ সালে ‘ইয়াশ’ ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার গোসাবা অঞ্চলে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবন ভীষণ রকমের বিপর্যয়ের সন্মুক্ষীণ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ফেডারেশনের সদস্যরা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করেন যে উক্ত জেলার গোসাবা অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছু পাঠ্য পুস্তক এবং শিক্ষা সামগ্রী বন্টন করবেন। এই প্রয়াসে সহযোগী সংস্থা রূপে “বেণুবন বৌদ্ধ সংঘ” উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন। সমগ্র কার্যক্রমকে সংগঠিত করতে প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এই টাকা ফেডারেশন এবং বেনুবন বৌদ্ধ সংঘের সদস্যদের অনুদানের মারফত সংগৃহীত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সার্থক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে Gosaba Block Development Officer এবং Sub-Inspector of Schools, Gosaba Circle-এর সহযোগিতা ফেডারেশন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে। এ ব্যতীত পুস্তক বিতরণী অনুষ্ঠানকে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে দিতে উভয় সংগঠনের নতুন প্রজন্মের সদস্যদের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।


### ফেডারেশন বার্তা’র কর্মসমিতি

**প্রধান উপদেষ্টা**—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া।

**প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)

*আমাদের কথা* ১ম পাতার পর

কাহারা ইহা সংঘটিত করিল, কেনইবা সংঘটিত করিল ইহা আলাদা প্রশ্ন, এখন মূল প্রশ্ন হইতেছে কতিপয় মনুষ্যের মধ্যে জান্তব ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই ফলশ্রুতিতে এই সকল অমানবিক কার্য ঘটিতেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি যে বিশ্ব জুড়িয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই রহিয়াছে এবং তাহাদের বিবাদের তিক্ততা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা যুদ্ধেরও আস্ফালন করিতেছে। সীমান্ত দেশগুলিতে কখনোবা পরস্পর সীমানা অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতেছে। তথাপি যুদ্ধ ঘোষণার কথা, যাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিনাই, দেখিতেছি তাহাই ঘটিয়া গেল। রাশিয়া প্রতিবেশী রাজ্য ইউক্রেনকে আক্রমণ করিয়া বসিল। পৃথিবী জুড়িয়া কেহবা ইউক্রেনকে সমর্থন করিল কেহবা রাশিয়াকে। যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র আমরা সংবাদ পত্রে দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য ইহা নূতন কোনো ঘটনা নহে। সাম্প্রতিক অতীতে এইরূপ যুদ্ধ আমেরিকাও সংঘটিত করিয়াছে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। আমরা যুদ্ধ দেখিয়াছি আপন অঙ্গনে, চিনের সহিত ১৯৬২ সালে, দেখিয়াছি ইয়মেনের উপর সৌদির আগ্রাসন, ইসরায়েল-ফিলিস্তাইন সংঘাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমন, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ ইত্যাদি এমত বহু যুদ্ধের চিত্র আমাদের দেখা। যুদ্ধের কারণ যাহাই হউক না কেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে গেলে ইহা পেশীর আস্ফালন ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বার্থের সংঘাত অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু তাহা মিটাইবার নিমিত্ত অস্ত্র তুলিয়া লওয়া অথবা হত্যা লীলায় মত্ত হওয়া কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নহে। মানুষ সমর্থন করিতেছেও না। কিন্তু তাহাতে কাহারও কি কিছু যায় আসে? জান্তব প্রবৃত্তিগুলি যখন প্রবল হয় তখন মানুষ তাহারই তাড়নায় পরিচালিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মানুষের আচরণ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে সে তাহার অন্তস্থঃ জান্তব প্রবৃত্তিকে কতখানি বশীভূত করিতে পারিয়াছে তাহার উপর। নতুবা বগটুই গ্রামের মতো ঘটনা ঘটিতেই থাকিবে অথবা হাথরাসের মতো ঘটনা অথবা নির্ভয়া কান্ডের মতো ঘটনা কিম্বা ইউক্রেনের মতন ঘটনা ঘটিয়াই চলিবে। শুধু তাহাই নহে ঘটনা সমূহের অভিমুখ সহস্র ধারায় সমাজে প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ সমূহ লক্ষ্য করিয়া আমরা এই ব্যাপারে অনেকটাই সুনিশ্চিত হইতে পারি।

অথচ এমনটা হওয়া উচিত ছিলনা। বহুবর্ষ পূর্বে এক সত্যাদর্শ মহাপুরুষ আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে স্পষ্টতঃই আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য ধর্ম কেমন হওয়া উচিত তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার নির্দেশ যাহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাহারা উপকৃত হইয়াছেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি হইবার কথা নহে। তিনি তৎকালানী প্রচলিত ভাষাতে জনগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন কি প্রকারে প্রকৃত মানুষের মতোন জীবন যাপন করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন "সকল প্রকার পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে..."। পাপ কার্য্য বলিতে তিনি কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে অবশ্যই ধারণা থাকা উচিৎ। কিরূপে তাহা অর্জন করা যাইবে তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পাঁচটি শীল বা নীতি পালন করিতে হইবে। ইহাতে পাপ কার্য্য হইতে দূরে থাকা সম্ভব হইবে। ইহাতে চরিত্র বা মন ঠিক থাকিবে। অতি সহজ সেই শীল। (১) প্রাণী হত্যা করিবনা, (২) মিথ্যা বাক্য বলিবনা, (৩) না বলিয়া কিছু গ্রহণ করিবনা, (৪) ব্যাভিচার করিবনা, (৫) নেশা করিবনা। অতি সহজ এই শীল অথচ কি বিপুল পরিমান শক্তি তা ধারণ করে। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা মোটেও সচেতন নই। আমরা শীল গ্রহন করি ঠিকই কিন্তু তাহা অভ্যাস বশতঃ। তাহা রক্ষা করিতে তৎপর নহি। ফলে মনে নানা প্রকার ভ্রান্তি আসিবে, নানা প্রকার প্রলোভন আসিবে। সেই প্রলোভনের টানে ভাসিয়া গেলে আর কিছু করিবার থাকিবেনা। বর্তমানে ইহাই ঘটিতেছে। জাতপাতের প্রলোভনে কেউ কেউ পতিত হইতেছেন। ফলস্বরূপ কিছু কিছু অমানবিক কাজ করিয়া ফেলিতেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের বাগ্মীতায় পথভ্রষ্ট হইতেছেন। অথচ সেই সত্যাদর্শ মহাপুরুষ কোন সুদূর অতীতে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি বলিতেছি বলিয়াই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিওনা, শাস্ত্রে কথিত আছে বলিয়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিওনা, অতি প্রিয়জন কেহ বলিতেছে বলিয়াও সিদ্ধান্ত লইওনা, নিজে বিচার করিয়া যদি গ্রহণযোগ্য মনে হয় তবেই তাহা গ্রহণ করিও"। বাস্তবে কি তাহাই ঘটিতেছে না তাহার বিপরীত কার্য ঘটিতেছে? আমাদিগের তো সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার ক্ষমতাই জন্মায়নি। বালক অবস্থায় পিতা-মাতা অথবা কাকা-জ্যাঠার মতই আমার মত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় ছাত্র রাজনীতির দাদা-দিদির মতই আমার মত, মধ্য বয়সে উপনীত হইলে ধর্মীয় গুরু যাহাকে মান্যতা করে তাহার মতই আমার মত। তাহা হইলে সাধারণ মানুষকে কি আমরা প্রাজ্ঞ বলিতে পারি?

একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া প্রত্যক্ষ করাযাক তো তেমন কোনো অনুসরণযোগ্য মনুষ্যকি দৃষ্টি গোচর হইতেছে? যদি না-ই হয় তো ক্ষতি নাই। সেই সত্যাদর্শ মহাপুরুষের অমোঘ বাণী সমূহ ত্রিপিটকের পাতায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার অনুসরণে একাকী পথ চলা তো অনেক বেশী নিরাপদ। তথাকথিত ধর্মগুরুগণ ব্যক্তিস্বার্থে পরস্পর যতই কলহে লিপ্ত থাকুন না কেন, ব্যক্তি আমি তো একশৃঙ্গ গন্ডারের ন্যয় একাকী বিচরণ করিতে পারি। সে কথাওতো সেই সত্যাদর্শ মহাপুরুষ আমাদের নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পথেই আমাদের এখন বগটুই গ্রামের মতো ঘটনা নিরশনে অথবা আগ্রাসনের মানসিকতাকে রুখিবার প্রচেষ্টা করিবার, অথবা এই জাতীয় কোনো নীতিভ্রষ্ট প্রচেষ্টাকে রুখিবার চেষ্টা করিতে পারি মাত্র।

---

## নবপর্যায়ে ওয়েবসাইটের আত্মপ্রকাশ

বিগত ২০১৬ সালে সংগঠনের সদস্যবৃন্দের একান্ত উদ্যোগ ও দূরদর্শিতায় All India Federation of Bengali Buddhists সংগঠনের নিজস্ব একটি ওয়েবসাইটের আত্মপ্রকাশ হয়। এই ওয়েবসাইটটি সকলের কাছে পরিচিতি পায় 'www.aifbb.org' নামে। তৎকালীন সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করে এই ওয়েবসাইটটি সংগঠনের মুখমণ্ডল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সংগঠনের নানান কর্মকার্য তথা নানা চিত্রময় স্মৃতিকে সঙ্গে করে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এইরূপ একটি মাধ্যমের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেটিকে আরো নবপর্যায় ক্রমে রূপ দিতে কিছুদিন যাবৎ সেটির আধুনিকরণের একটা প্রচেষ্টা চলছিল। এই আধুনিকরণের কাজের দরুণ আমাদের সংগঠনের নানা কার্য যথা সময়ে এই মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। ফলস্বরূপ দেশ-বিদেশের নানান প্রান্তের সংগঠনের হিতৈষীদের সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। অবশেষে সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের দিন (২০.০৩.২০২২) নতুন রূপে ওয়েবসাইটটি সকলের সামনে পুনরায় আবার আত্মপ্রকাশ করে। নবপর্যায়ের এই মাধ্যমটির প্রকাশ করেন সংগঠনের সভাপতি তথা সংগঠনের অন্যতম অভিভাবক মাননীয় ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। নতুনরূপে এই ওয়েবসাইটটিকে নানান তথ্য, চিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সমানুযায়ী নানান তথ্যের আদলে আধুনিকরণের রূপও দেওয়া হচ্ছে। পরিশেষে বলা যেতেই পারে যে, সংগঠনের মুখমন্ডল রূপে পুনরায় 'www.aifbb.org' নামাঙ্কিত ওয়েবসাইটটি অবারও সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে সমাদৃত পাবে।

## বক্সা দুর্গের নীচে মিলল প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের হদিশ

শুধুই 'জং' অথবা দুর্গ নয়, ঐতিহাসিক বক্সা ফোর্টের অন্দরেই ছিল একটি আস্ত বৌদ্ধস্তূপ। যে জায়গাকে কেন্দ্র করে দেশের সুরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের চিন্তাধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে ভুটান ও তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নিশ্চিন্তে চর্চা চালিয়ে যেতেন।

২০২০ সালের অগস্ট মাসে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা বক্সা দুর্গের সংরক্ষণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করে রাজ্য সরকার। কলকাতার একটি নামি পুরাতত্ত্ব সংস্থাকে দেওয়া হয় কাজের বরাত। এই সংস্কারের কাজে প্রয়োজনীয় খনন করতে গিয়েই মাটি চাপা পড়ে থাকা ঐতিহাসিক বৌদ্ধ দস্তাবেজের নিদর্শন উঠে এসেছে। পুরাতাত্ত্বিকদের অভিমত, ১৮৬৫ সালে ইংরেজরা দুর্গটি দখল করে নেওয়ার পর বক্সার ওই বৌদ্ধ স্তূপকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, তার উপরেই তৈরি করেছিল পাথরের দুর্গ। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে গড়ে ওঠে দুর্গটি। ঢাকা পড়ে যায় বৌদ্ধ ধর্মাশ্রমটি। হালে দুর্গ সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে মাটির নীচ থেকে উঠে এসেছে প্রাচীন আমলের মুদ্রা, বৌদ্ধ স্থাপত্যের নমুনা, পয়ঃপ্রণালি ও ইংরেজ আমলের তৈরি গাদা বন্দুকের বেশ কিছু কার্তুজ। এতদিন ধরে প্রচলিত ছিল যে, ভুটানের তৈরি পঞ্চদশ শতকের ওই 'জং'টি বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু সেখানে ওই বৌদ্ধ স্তুপের নিদর্শন মেলায়, প্রচলিত ওই ধারণাকে খন্ডন করেছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। কলকাতার পুরাতত্ত্ব সংস্থার পরামর্শদাতা তমাল গোস্বামী বলেন, 'যে সব নিদর্শন মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয়েছে, তা কখনই খড় ও বাঁশের তৈরি দুর্গের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলে না। ওখানে বৌদ্ধ স্থাপত্যের যে প্রমাণ মিলছে তাতে আমি বলতে পারি, ভুটানের ওই দুর্গটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের আদলেই গড়ে উঠেছিল। কারণ, একটি বহু প্রাচীন বট গাছ তো বক্সা দুর্গের মধ্যেই আছে। মাটির তলায় লামা ও নানদের প্রার্থনার পাথরের বেদিও মিলেছে। ১৯১৫ সালে ইংরেজরা ওই দুর্গটির সংস্কার শুরু করে। ১৯৩০ সালের মধ্যে ওই দুর্গ বদলে গিয়ে কয়েদিদের ব্যারাকে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে চিন তিব্বত আক্রমণ করার পর ওই দুর্গকেই তিব্বতি শরণার্থী শিবির হিসেবে ব্যবহার করে ভারত সরকার। যেখানে টানা দশ বছর কাটানোর পর ওই তিব্বতি বৌদ্ধদের পাকাপাকি ভাবে ১৯৬৯ সালে পুনর্বাসন দেওয়া হয় ধর্মশালায়। এমনকী, তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামাও বক্সায় দিন কাটিয়েছেন। তমাল গোস্বামী আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের পূর্ব প্রান্তের ঐতিহাসিক দলিল শুধুমাত্র কোচবিহার রাজাদের নিয়েই আবর্তিত হয়ে আসছে। কিন্তু বক্সার গর্ভেও যে কত লুকোনো ইতিহাস মাটি চাপা পড়ে রয়েছে, সেগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে আনতে হবে। না হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম তো বক্সাকে একটি সাধারণ দুর্গ ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। নব্য গবেষকদেরও আগ্রহ থাকবে না।'

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দুর্গ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইতিহাসের পড়ুয়া ও সাধারণ পর্যটকদের জন্য একটি আধুনিক গ্যালারি তৈরি করা হবে। যেখানে সাজানো থাকবে উদ্ধার হওয়া সব ধরনের বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। ১৯৭১ সালে দেশের কমিউনিস্ট বন্দিদের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বক্সার দুর্গকে বেছে নেওয়ার সময় থেকে প্রাচীন স্থাপত্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে টিনকাঠ দিয়ে কয়েকটি অন্ধ কুঠুরি তৈরি হয়। যেখানে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছে পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা বলেন, 'দুর্গ সংস্কারের সময় যেসব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন উঠে এসেছে, সেগুলিকে দুর্গের ভিতরের গ্যালারিতে ঠাঁই দেওয়া হবে। এছাড়াও ওই ঐতিহাসিক দুর্গটির সঠিক সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।'

*'এইসময়' পত্রিকা, তাং ১০.১২.২০২১*

## সে কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংরক্ষণ মোগলমারিতে

**অলখ মুখোপাধ্যায়**

পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারির বৌদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র সংস্কার ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকারের পুরাতত্ত্ব দফতর। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো এই প্রত্নক্ষেত্রটিতে প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরের উদ্যোগে একাধিক বার উৎখননের পরে আদি ও মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে।

সেই ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য প্রথমেই স্থাপত্যটি ঘিরে গজিয়ে ওঠা আগাছার জঙ্গল যেমন পরিষ্কার করা হয়েছে, তেমনই আশেপাশের বড় গাছও কাটা হয়েছে। স্থাপত্যটির অন্তত তিনটি স্তর রয়েছে। অতি প্রাচীন এই তিনটি স্তরের মধ্যে সেই গাছগুলোর শিকড় ঢুকে পড়লে তার ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হতে পারত। ভেঙে পড়তে পারত কোনও কোনও অংশ। স্থাপত্যটি ঘিরে ইট-মাটির যে স্তূপ কোথাও কোথাও পড়েছিল, তাও পরিষ্কার করা হয়েছে।

প্রত্নক্ষেত্রটিতে একটি মহাবিহার ও একটি বিহার ছিল বলে মত পুরাতত্ত্ববিদদের। দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে সেই বিদ্যায়তন। দীর্ঘ দিন ধরে তা মাটির নীচে ছিল। কিন্তু অনেক বছর ধরে চলা উৎখননের ফলে তার অনেক অংশই এখন সোজাসুজি জল-বাতাসের সংস্পর্শে আসছে। তাতে পুরনো দেওয়ালের ক্ষতি হচ্ছে। দেওয়াল রক্ষা করার জন্য তীব্র গতিতে জলের ঝাঁপটা দিয়ে তার উপরে পড়া ক্ষতিকর আস্তরণ পরিষ্কার করা হয়েছে, তবে খেয়াল রাখা হয়েছে, যাতে তাতে মূল কাঠামোর কোনও ক্ষতি না হয়।

যে কারণে, মূল স্থাপত্যটির প্রাচীন, দেওয়াল, স্তূপ ও অন্যত্র যে ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে, তা অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্ন নিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে মেরে ফেলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় আগাছার যে শিকড়গুলি ইটের মধ্যে ঢুকে রয়েছে, সেগুলি আর বার করার দরকার হয়নি, সেগুলি এই প্রক্রিয়াতেই শুকিয়ে ঝরে যাবে। পুরাক্ষেত্রটি এখন খোলা রয়েছে, তাতে আশঙ্কা রয়েছে উইঢিপি তৈরি হতে পারে। সে জন্য মেঝে, দেওয়ালে সূক্ষ্ম ছিদ্র করে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তা রোখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংরক্ষণ কাজের চূড়ান্ত পর্বে স্থাপত্যটি রক্ষা করতে সর্বত্র প্রয়োজন মতো রাসায়নিক প্রলেপ দেওয়া হবে। রয়েছে হাওয়া-বাতাস খেলার বন্দোবস্ত, সেই সঙ্গে বৃষ্টির জমা জল বার করে দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, ভেঙে পড়া অংশ সারানো। শুধু সারানো নয়, সারানোর পরে সেই অংশটিকে বাকি স্থাপত্যের যে অংশের যে চরিত্র, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলাও। এখানে শুধু সেই প্রাচীন কালে বানানো ইটই নয়, রয়েছে ল্যাটেরাই ও বালিপাথরও। তাই সে কালে যেমন ভাবে ইট বানানো হত, সে ভাবেই নতুন ইট তৈরি করে ভাঙা অংশ, ফাটা দেওয়াল বোজানো হচ্ছে। যত্ন নিয়ে করা হচ্ছে পাথর দিয়ে তৈরি অংশের সংস্কারও।

এই প্রত্নক্ষেত্রটি রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরের সংরক্ষিত। রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরের বরিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রকাশ চন্দ্র মাইতি বলেন, "আমাদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ স্থাপত্যবিদ অঞ্জন মিত্রের নির্দেশনায় সংস্কারের কাজ চলছে।" এই কাজটি করেছে ক্যালটেক নামে একটি সংস্থা। ঘন জনবসতি ঘেরা এলাকায় এই কাজ করা বেশ শক্ত। এই সংস্থার সঙ্গেই যুক্ত সংরক্ষণ পরামর্শদাতা অঞ্জনবাবু বলেন, "এলাকার সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করার জন্য। শুধু সংস্কার ও সংরক্ষণই নয়, আমরা চাই এই প্রত্নক্ষেত্রটিকে শিক্ষামূলক বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তুলতে। গোটা এলাকাটি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে।" অঞ্জনবাবু বলেন, "আমরা চাইছি, এই পুরাক্ষেত্র সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করতে। তবে এলাকাটি পুরনো বলে খুবই ভঙ্গুর। তাই সেখানে যাতে কারও পা না পড়ে, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখা যাবে, কিন্তু প্রত্নক্ষেত্রে পা দেওয়া যাবে না।"

*আনন্দবাজার পত্রিকা, তাং ১২.০১,২০২২*

# বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র-এর ৩৫তম দানোত্তম কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন

বিগত ৭ই নভেম্বর ২০২১ মধ্য কলকাতাস্থ 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'-এর ৩৫তম 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন 'ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র উপসংঘরাজ তথা বেহালাস্থ 'ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টার'-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির মহোদয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সকলকে স্বাগত জানিয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন কেন্দ্রের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোভিড-১৯ মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে এবং সরকারি বিধিনিষেধ অনুসারে এবারের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র বিহার সংলগ্ন অধিবাসীবৃন্দ শারীরিক ভাবে উপস্থিত ছিলেন। যদিওবা দূরাগত উপাসক/উপাসিকাবৃন্দ "Pottery Road Buddhist Monastery" ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছিলেন।

---

# ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকর-এর ৬৬তম পরিনির্বাণ দিবস উদ্‌যাপন

গত ৬ই ডিসেম্বর ২০২১ বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর পরিনির্বাণ দিবস উদ্‌যাপিত হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের 'আশুতোষ হল'-এ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধীনস্থ 'ড. আম্বেদকর চেয়ার'। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধীনস্থ এই সংস্থার (ড. আম্বেদকর চেয়ার) অধিকর্তা তথা সম্মানীয় অধ্যাপক সুব্রত শংকর বাগচী মহাশয়।

উক্ত দিনের এই অনুষ্ঠানের আলোচ্য প্রধান বিষয় ছিল "আম্বেদকর ও বৌদ্ধ ধর্ম"। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রদান করেন 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'-এর বিহার অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য পূজনীয় বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। ওঁনার বক্তব্যের বিষয় ছিল 'বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি'। এছাড়া সংগঠনের সহ সভাপতি গড়িয়া নিবাসী মাননীয় আশিস বড়ুয়া মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় বক্তব্যের বিষয় ছিল 'Why Babasaheb became a Buddhist & how his conversion to Buddhism resulted in the Dalit Buddhist Movements in India'. পরিশেষে সাংগঠনিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক মাননীয় সত্যজিৎ বড়ুয়া মহাশয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তথা আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে 'All India Federation of Bengali Buddhists' সংগঠন কিভাবে নানান সামাজিক কাজের মাধমে সংগঠনের কর্ম ধারাকে বজায় রেখে চলেছে সেটাই ছিল ওঁনার মূল বক্তব্য।

'ড. আম্বেদকর চেয়ার' ও 'All India Federation of Bengali Buddhists' সংগঠনের যুগলবন্দীতে তথা যৌথ সমন্বয়ে বাবাসাহেবের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলির এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আম্বেদকর চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের কাছে এই আলোচনা এক উজ্জ্বলতর দিক নির্দেশ করেছে বলে আমরা মনে করি।

এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে অতিথিরূপে সংগঠনের মাধ্যম থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘ ও সংগঠনের অন্যতম সম্পাদিকা মাননীয়া কাজরী বড়ুয়া মহাশয়া।

# পাল যুগের বৌদ্ধবিহার ঘিরে পর্যটন

**স্বপনকুমার চক্রবর্তী**

নন্দদির্ঘিকা উদ্রঙ্গ মহাবিহার, নবম শতাব্দীতে গড়ে ওঠা এই বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজা মহেন্দ্রপালের নাম। বৌদ্ধরাজা দেবপালের উত্তরসূরি মহেন্দ্রপালের নাম ইতিহাসে মিসিং লিংক হয়েই থেকে যেত যদি না নন্দদির্ঘিকায় তাম্রফলকের আবিষ্কার হত। ১৯৮৭ সালে এই তাম্রফলকের আবিষ্কার জগজীবনপুরের বৌদ্ধবিহারের অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরে।

১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালে দু'দফায় খননকাজের ফলে জগজীবনপুরের মহাবিহারের অংশবিশেষ বেরিয়ে আসে। পাল যুগের ইতিহাস বুকে নিয়ে তুলসীভিটা, আখরডাঙ্গা, রাজার মায়ের ঢিপি, নিমডাঙ্গা, নন্দগড়ের মতো বেশ কয়েকটি স্তূপ আজও জগজীবনপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে ইতিহাসের পাতায় এখনও সেভাবে জায়গা পায়নি এই বৌদ্ধবিহারের অকথিত কাহিনী।

রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর জগজীবনপুর নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেন জেলার ইতিহাসমোদীরা। বৌদ্ধবিহারটির সংস্কারে হাত দেয় সরকার। বর্তমান প্রাচীন আদলের ইঁট, চুন, সুরকি ও বিভিন্ন ভেষজ সামগ্রী দিয়ে স্থাপত্যের সংস্কার কাজ চলছে। এই কাজে যুক্ত সংস্থার কর্ণধার শ্যামল রাজবংশীর বক্তব্য, 'পুরোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সংস্কার কাজ চালাতে হচ্ছে।'

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার জগজীবনপুর পরিদর্শনে আসে রাজ্যের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা রানা দেবদাশ, বরিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও খননকার্য বিশেষজ্ঞ প্রকাশ মাইতি, জেলা এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসিত সাহা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শাশ্বতী সাহা।

পরিদর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা রানা দেবদাশ। জগজীবনপুর বৌদ্ধবিহার নিয়ে আশার কথা শোনান তিনি। রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'পর্যটনের বিকাশ নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবছে। বিশেষত মালদার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। জগজীবনপুর তারই একটি অংশ।'

১৯৮৭ সালের ১৩ জুন জগজীবনপুরের লাল মাটির নীচে থেকে উঠে আসা ইতিহাস আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। আজও যা বিস্ময় ইতিহাসবিদদের কাছে। প্রায় ৩৫ বছর আগে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসা এই বৌদ্ধ মহাবিহার নিয়ে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।


# বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

**যোগাযোগের সময় ঃ** প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

**ঃ স্থান ঃ**

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সহ সভাপতি ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

## অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৩ তম জন্ম বার্ষিকী পালন

গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলেন 'ইউনাইটেড বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'-এর সদস্যবৃন্দরা। কলকাতাস্থ বউ বাজার থানার সন্নিকটে শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব বড়ুয়া'র মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বেণীমাধব বড়ুয়া'র আলোকিত জীবনকে সকলের কাছে তুলে ধরেন নানান প্রান্ত থেকে আগত বি. এম. বড়ুয়া'র শুভাকঙ্খীগণ।

১৯১৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডি.লিট. ডিগ্রি প্রাপক এই 'বৌদ্ধরত্ন'কে 'All India Federation of Bengali Buddhists' সংগঠনের পক্ষ থেকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

## কলকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া'তে হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী'র স্মৃতিতে 'স্মরণ সভা'

গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০২১ 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা'র সম্মানীয় সভাপতি তথা 'মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া'র সম্মানীয় সহ সভাপতি শ্রদ্ধেয় হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করেন।

প্রয়াত হেমেন্দু বাবুকে স্মরণ করতে গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০২১ কলকাতাস্থ 'মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে একটি 'স্মরণ সভা'র আয়োজন করা হয়।

উক্ত এই স্মরণ সভায় ওঁনাকে স্মরণ তথা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘ ও নানান সংগঠনের সদস্যবৃন্দরা।

স্মরণ সভায় স্মৃতি চারণের মধ্য দিয়ে অন্যান্য সংগঠনের ন্যায়ে ওঁনার সামাজিক জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আমাদের সংগঠনের সম্পাদিকা শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, সংগঠনের সদস্যা শ্রীমতি সঙ্গীতা বড়ুয়া ও সহ সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া'র কোষাধ্যক্ষ তথা আমাদের সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক মাননীয় দীপক চৌধুরী মহোদয়।

গান, কথায় এই স্মরণ সভা এক আবেগময় মুহূর্তের পরিবেশ তৈরি করেছিল।

**"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।**

**A/C Name :**
**All India Federation of Bengali Buddhists**
**A/c No. : 00000001209590472**
**IFSC Code : CBIN0281055**
**Bank Name : Central Bank of India**
**Branch Name : Entally**

## সংঘ মনীষা সংবর্ধনা

গত ২৬শে মার্চ, ২০২২ গড়িয়াস্থ বুদ্ধ বিহারে আয়োজিত হয়েছিল এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। চিরাচরিতভাবে আমরা সকলেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান প্রায়শই দেখি, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটির মাধুর্য্য আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের থেকে ভিন্ন ধারার ছিল। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গস্থিত চারজন পূজনীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদয়দের সম্মাননা জানানো হয়।

সংবর্ধিত বরিষ্ঠ চারজন ভিক্ষুদয় হলেন—(১) পূজনীয় ড. কে. সংঘরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়, পঞ্চম সংঘরাজ, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, (২) পূজনীয় দিকপাল মহাস্থবির মহোদয়, উপসংঘরাজ, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, (৩) পূজীয় ড. রতনশ্রী মহাস্থবির মহোদয়; উপসংঘরাজ, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, এবং (৪) পূজনীয় জ্ঞানালংকার মহাস্থবির মহোদয়; প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, জ্ঞানবীরিয় বুড্ডিষ্ট সংঘ।

মানব কল্যাণে নিয়োজিত উপরিউক্ত এই চারজন বৌদ্ধ ভিক্ষুদয়দের সম্মাননা জানানোর প্রয়াসকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদের সহিত স্মরণ করে। এই উপলক্ষ্যে 'বোধিপথ' কর্তৃক একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুসজ্জিত ও সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংবর্ধনা উদ্যাপন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কার্যকরী সভাপতি পারমীসিদ্ধি ভিক্ষুর আন্তরিক প্রয়াস সকলকে মুগ্ধ করে।

## প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে গৌতম বুদ্ধের 'ট্যাবলো'

এই বছরের (২০২২) প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে রাজধানী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন মন্ত্রকও অংশ গ্রহণ করে। সেই প্রদর্শনে কেন্দ্রীয় সরকারের 'বেসামরিক বিমান মন্ত্রক' (Ministry of Civil Aviation)-এর তত্ত্বাবধানে তথাগত গৌতম বুদ্ধের নানান স্মৃতিময় পুন্যস্থান গুলি ট্যাবলো আকারে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়। মন্ত্রকের এই উদ্যোগের মাধ্যমে গৌতমবুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানগুলি দেশ তথা বিশ্বের শরণার্থী তথা ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে এক আগমনের বার্তা নিয়ে এলো বলে মনে করা হচ্ছে। সঙ্গে বিশ্বের কাছে বুদ্ধের শান্তির বার্তাও তুলে ধরা হল। মন্ত্রকের এই উদ্যোগকে সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাধুবাদের সহিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হল।

## আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

# জাতীয় সংখ্যালঘু অধিকার দিবস

১৮ই ডিসেম্বর দিনটিকে প্রত্যেক বছর 'জাতীয় সংখ্যালঘু অধিকার দিবস' রূপে সারা ভারতবর্ষে পালন করা হয়।

আমাদের বৃহৎ ভারতবর্ষে ৬টি সম্প্রদায়কে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' রূপে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে, যথা; বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলিম, পার্সি, জৈন ও শিখ। এই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজস্ব কিছু ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে, যা তাঁরা সময়ানুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উদ্‌যাপন করে থাকেন। 'নানা ভাষা-নানা মত-নানা পরিধান'-এর এই দেশে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে তাঁদের নিজস্ব পরিচিতি ও অধিকারকে সম্বলিত করে জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে পারে তারই এক মাধ্যম হিসেবে সচেতনা স্বরূপ এই দিনটিকে গুরুত্বসহকারে বিভিন্ন রাজ্যে তথা সমগ্র দেশে পালন করা হয়ে থাকে।

আমাদের সংগঠনও এই চিন্তাধারায় 'অন্তর্জালিক' (webinar) মাধ্যমে এই বছর নির্দিষ্ট দিনটিকে উদ্‌যাপন করেছে। সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান অভিমত এই অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করেন। সমাজ তথা দেশ গঠনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়রূপে আমরা কি ভূমিকা রাখতে পারি তা এই অনুষ্ঠানে প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়।

বি:দ্র: : 'National Commission for Minorities' (Govt. of Inida) কর্তৃক সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য যে সাংবিধানিক বিধান আছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল;

**Constitutional Provisions for Minorities :**

The safeguards for the protection of interests of minorities are mandated in the following provisions of Constitution of India:

(i) Article 15 (1) & (2) - Prohibition of discrimination against citizens on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth;

(ii) Article 16(1)&(2) - Citizens right to equality of opportunity' in matters relating to employment or appointment to any office under the State, and prohibition in this regard of any discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth;

(iii) Article 25(1) - People's freedom of conscience and right to freely profess, practise and propagate religion - subject to public order, morality and other Fundamental Rights;

(iv) Article 26 - Right of every religious denomination or any section thereof - subject to public order, morality and health - to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, manage its own affairs in matters of religion, and own and acquire movable and immovable property and administer it in accordance with law;

(v) Article 28 - People's freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in educational institutions wholly maintained, recognized, or aided by the State;

(vi) Article 29(2) - Non-denial of admission to any citizen to any educational institution maintained or aided by the State, on grounds only of religion, race, caste, language or any of them;

(vii) Article 30(1) - Right of all religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice;

(viii) Article 30(1A) - State laws providing for compulsory acquisition of property of minority educational institutions shall ensure that compensation amount to be paid does not restrict or abrogate the right guaranteed above;

(ix) Article30(2) - Freedom of minority-managed educational institutions from discrimination in the matter of receiving aid from the State.

---

# বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ৮ই জানুয়ারি দিনটিকে 'বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা দিবস' রূপে সকলে পালন করলো। ১৮৮৫ সালের ৮ই জানুয়ারি সর্বপ্রথম শ্রীলঙ্কাতে এই পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এই সংক্রান্ত নানা তথ্য বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইংরেজী ভাষায় তা সংগৃহীত আকারে প্রকাশ করা হল।

1. 8 January is celebrated as 'World Buddhist Flag Day' in the entire Buddhist community.
2. It was the year 1880 when the Buddhist Flag was designed for the first time.
3. Mr. J.R. de Silva and Colonel Henry Steele Olcott an American journalist designed the flag.
4. This flag was hoisted for the first time in Sri Lanka in the year 1885.
5. In the year 1952, this flag was also adopted by the World Buddhist Congress.
6. Buddhist's flag is the symbol of unity, faith, and peace.
7. The Buddhist Flag has six different colours.
8. It contains blue, yellow, red, white, orange and the sixth colour is the mixture of all these 5 colours.
9. All colours are shown in horizontal and vertical stripes.
10. All of these colours represent different things.
11. The blue colour signifies love and compassion.
12. The yellow colour signifies the middle way that is the eightfold path for ultimate happiness.
13. The red colour of the flag signifies achievement, wisdom, virtue and social welfare.
14. The white colour of the flag signifies the purity of Dhamma and freedom of mind.
15. The orange colour of the flag signifies the wisdom of Buddha's teachings.
16. The vertical band on the flag containing all the colours represents the Truth of Buddha's teaching.

*Courtesy : www.teachingbanyan.com*

## শ্রদ্ধাঞ্জলি

● All India Federation of Bengali Buddhists সংগঠনের সদস্যা তথা বিভিন্ন বৌদ্ধ সাংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কলকাতার বউবাজার নিবাসী শ্রদ্ধেয়া যূথিকা বড়ুয়া মহাশয়া গত ২১শে নভেম্বর ২০২১ নিজ গৃহে পরলোকগমন করেন।

সমাজ গঠনে তথা সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী রূপে ওঁনার অবদান আজবীন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ওঁনার অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগ নবীনদের কাছে এক পথ দিশারীর পরিচয় বহন করবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী।

সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে ওঁনার লোকান্তর প্রাপ্তিতে আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

● শতাব্দী প্রাচীন 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা'র সম্মানীয় সভাপতি তথা আন্তর্জাতিক 'মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া'র সম্মানীয় সহ সভাপতি তথা All India Federation of Bengali Buddhists সংগঠনের শুভাকাঙ্খী ও দেশ-বিদেশের নানান বৌদ্ধ সংগঠনের সুপরামর্শকারী তথা 'সমাজ চিন্তক' মাননীয় হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী মহাশয়ের গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০২১ জীবনাবাসন হয়।

দেশ-বিদেশের নানান বৌদ্ধ সংগঠনের কাছে তিনি ছিলেন এক পরিচিত ব্যক্তি। ওঁনার এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল ওঁনার নিজস্ব গুণাবলী। তিনি ছিলেন একাধারে সাংগঠনিক, সুপরামর্শ দাতা, কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। বুদ্ধ চর্চার এক নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তিনি। এইরূপ এক আপনজনের অসময়ে চলে যাওয়াটা অবশ্যই আমাদের সমাজের মধ্যে এক শূণ্যতার সৃষ্টি করেছে। তথাপি এই শূণ্যতা সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি আমাদের সমাজের জন্য রেখে গেছেন তাঁর বিপুল লেখনীর সম্ভার। আমরা আশাবাদী এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি সমাজে তাঁর প্রতিচ্ছবিকে জীবিত করে রাখবেন।

সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে ওঁনার লোকান্তর প্রাপ্তিতে আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

● গত ১০/০১/২০২২ ইং রাত্রি ৩.২০ মিনিটে কাঞ্চনপুর সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কর্মবীর, সদ্ধর্মের রক্ষক, বিনয়ী ও সুদেশক, সুবক্তা, লেখক, বিদর্শনাচার্য সুপন্ডিত, ভিক্ষুসঙ্ঘশিরমনী, কাঞ্চনপুর বুদ্ধ মনো বিজ্ঞান কেন্দ্রের সুদীর্ঘকালের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিনয়ানন্দ মহাথের আমাদের সকলের মায়া বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। যাহা আমাদের কাছে অবর্ণনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু পৃথিবীর চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কেহ নাহি ভবে"। আমরা নিখিল ত্রিপুরা বৌদ্ধ সমিতি (বড়ুয়া-মগ সম্প্রদায়), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সুগভীর মর্মাহত। বেদনা ভরা চিত্তে অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি এবং শোকসন্তপ্তদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, উনার পারলৌকিক নির্ব্বান পরমশান্তি কামনা করছি।

"অনিচ্ছা বত সঙ্খারা উপ্ পদ বয় ধম্মিনো,
উপ্ পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপ সম সুখো,
সব্বে সথা মরন্তি চ মরিংসু চ মরিস্বরে,
তথেবহং মরিস্বামি নত্থি মে এত্থা সংসয়ো।"

| | |
|---|---|
| শ্রদ্ধায় | শোকাহত |
| All India Federation of Bengali Buddhists | **অমল বড়ুয়া**<br>সাধারণ সম্পাদক<br>নিখিল ত্রিপুরা বৌদ্ধ সমিতি |

● গত ২৪শে জানুয়ারি (২০২২) 'সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ মিশন' (All India Buddhist Mission) সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া'র দেহাবসান হয়। বিশিষ্ট সাংগঠনিক ব্যক্তি হিসাবে তিনি সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ মিশন-এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ তথা ধর্ম সেবায় তিনি নিজেকে শেষ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত রেখে ছিলেন। এহেন এক সামাজিক অভিভাবকের চলে যাওয়াটা সমাজ তথা নানা সংগঠনের মধ্যে এক শোকের বার্তা নিয়ে এলো। ওঁনার শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আমরা জানাই সমবেদনা।

সংগঠনের সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে রইল বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

## জাতীয় অখন্ডতা, বিশ্ব শান্তি, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের বার্তা দিতে সাইকেলের যাত্রা অধিরাজ বড়ুয়া'র

চিত্রদীপ ভট্টাচার্য্য, জামশেদপুর : জামশেদপুরের কদমার বাসিন্দা অধিরাজ বড়ুয়া। বয়স ২৭ বছর, স্কুল-কলেজের গন্ডি পেরিয়ে ইন্টিরিয়র ডিজাইনার এর পেশায় নিজেকে করেছে ব্যস্ত। নেশা প্রকৃতি প্রেম ও লক্ষ্য ২২ হাজার কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচুরাস্তা উমলিংগলা যা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১৯,৩০০ ফুট উঁচুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিশ্ব রেকর্ড করা। এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে প্রত্যেকদিন ৫০ কিলোমিটার সাইকেল চালাচ্ছে। কখনো চান্ডিল, কখনো চাইবাসা, হাতা বেড়িয়ে আসে। এর মধ্যেই অধিরাজ সাইক্লোনের ঝড় জলকে উপেক্ষা করে সাইলেক নিয়ে কলকাতা ঘুরে এসেছে। নিজের লক্ষ্যের কথা বলতে প্রথমেই অধিরাজ বড়ুয়া জানালো পিতার দেখানো পথেই সে চলছে। অধিরাজের পিতা আলোক রঞ্জন বড়ুয়া তিনিও ২৫ বছর বয়সে সাইকেল নিয়ে ভারত ভ্রমণ করে, সেই অনুপ্রেরণায় আগামী ১লা অক্টোবর সাইকেল নিয়ে দেশ ভ্রমনের পথে বেড়িয়ে পড়বে অধীরাজ বড়ুয়া।

সাইকেলের সামনে রয়েছে প্লেকার্ড তাতে লেখা জাতীয় অখন্ডতা, বিশ্ব শান্তি, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এর বার্তা। সাইকেলের সামনে জাতীয় পতাকা নিয়ে এক জেলা থেকে আরেক জেলা এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য সাইকেল করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন জাতীয় অখন্ডতা, বিশ্ব শান্তি, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এর বার্তা। এই ভাবেই অধীরাজ সাইকেল নিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পথে নামবে। অধিরাজের এই যাত্রা সময় সীমা তাঁর মতে দেড় বছরের হবে। আগামী ২০২২ সালের ১৫ই আগষ্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচুরাস্তা উমলিংগলা যা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১৯৩০০ ফুট উঁচুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে। অধিরাজকে টাটা স্টীল অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, লায়ন্স ক্লাব, জামশেদপুরের বিভিন্ন ক্লাব, দূর্গা পূজা কমিটি সহ একাধিক সংগঠন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

*সৌজন্যে-'সকাল সকাল' পত্রিকা, ঝাড়খন্ডের সর্বাধিক জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা, তাং ৩০.০৯.২০২১*

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের আরও কয়েকটি আধুনিক মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
**নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন**

## "আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-৫'৫" , দূরভাষ : 9836548282।
২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।
৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩৭, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।
৪। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।
৫। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৩", ফর্সা। দূরভাষ : 9330281073 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।
৬। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।
৭। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'২", NIFT Graduate, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, দূরভাষ : 9830261490।
৮। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।
৯। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।
১০। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৪, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।
১১। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।
১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'২", উজ্জ্বল বর্ণ, দূরভাষ : 9477673563।
১৩। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, MBBS, MD. (পাঠরতা), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 9830627692।
১৪। **পাত্রী :** ইছাপুর নিবাসী, B.Sc.(H), Asst. Manager SBI, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'১", দূরভাষ : 8902051061।
১৫। **পাত্রী :** মধ্যমগ্রাম নিবাসী, B.Sc.(H) Geography, বয়স-২৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 6289520513।
১৬। **পাত্রী :** সাঁতরাগাছি নিবাসী, M.Sc., বয়স-২৯, উচ্চতা-৫'৩", FCI-তে কর্মরতা, দূরভাষ : 8017674478।

## "আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারি ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৫", দূরভাষ : 9674600827।
২। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", M.Com., সরকারি চাকুরী। দূরভাষ : 7890991230।
৩। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।
৪। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।
৫। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।
৬। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।
৭। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।
৮। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।
৯। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।
১০। **পাত্র :** দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।
১১। **পাত্র :** চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।
১২। **পাত্র :** জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।

## সংবাদ একনজরে

● বিগত ২৬শে জানুয়ারী ২০২২ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র এবং All India Federation of Bengali Buddhists এর যৌথ উদ্যোগে পটারী রোড বুদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। উপস্থিত উপাসক/উপাসিকাবৃন্দ অতঃপর প্রজাতন্ত্র দিবস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সকলে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করে।

● ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র প্রয়াত উপসংঘরাজ শ্রীমৎ অতুলসেন মহাস্থবির মহোদয়ের ১১২তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল বিগত ২২শে মার্চ ২০২২ উত্তরবঙ্গ মাল বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রমে। উত্তরবঙ্গের থেরবাদী বাঙালী বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে তিনি ছিলেন এক অগ্রগন্য সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সকালে বুদ্ধ পূজা, সঙ্ঘদান এবং অতিথিবৃন্দকে পায়াসান্ন দান করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে প্রয়াত উপসংঘরাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

---

## আমি গর্বিত

দিলীপ গায়েন

আমি মূলভারতীয়-তফসিলিবর্গের
একজন ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত।
কারণ, যাঁর নামে বিশ্ববাসী
এই ভারতকে চেনে
তিনি আমার সমাজের মানুষ,
তিনি বুদ্ধ।

আমি মূলভারতীয়-তফসিলিবর্গের
একজন ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত।
কারণ,পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপে
বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ
যাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন
তিনি আমার সমাজের মানুষ,
তিনি অশোক।

আমি মূলভারতীয়-তফসিলিবর্গের
একজন ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত।
কারণ, আধুনিক ভারতের নবজাগরণ
আন্দোলনের যিনি পথিকৃৎ
তিনি আমার সমাজের মানুষ,
তিনি হরিচাঁদ।

আমি মূলভারতীয়-তফসিলিবর্গের
একজন ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত।
কারণ, আধুনিক গণতান্ত্রিক ভারতের
সংবিধান যিনি লিখেছেন
তিনি আমার সমাজের মানুষ,
তিনি আম্বেদকর।

*This issue of **'Federation Barta'** is sponsored by*

**Shri Subroto Barua**

New Delhi

*President, Santiniketan Ambedkar Buddhist Welfare Mission*
*Working President, Buddha Triratna Mission, New Delhi*
*Governing Body Member, Mahabodhi Society of India, Kolkata*

**শুভেচ্ছা দান ঃ ৫ টাকা**

**পত্রিকা সম্পাদক ঃ** শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০ ০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।